মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ৬২৬৮

পর্ব-৩০: মান-মর্যাদা (كتاب المناقب)

পরিচ্ছেদঃ প্রথম অনুচ্ছেদ - ইয়ামান ও শাম (সিরিয়া) দেশের বর্ণনা এবং উওয়াইস করানী-এর আলোচনা

الفصل الاول (بَاب تَسْمِيَة من سمي من أهل الْبَدْر فِي «الْجَامِع لِلْبُخَارِيِّ»)

আরবী

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَأْسُ الْكُفْرِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَالْفَخْرُ وَالْخُيَلَاءُ فِي أَهْلِ الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ وَالْفَدَّادِينَ أَهْلِ الْوَبَرِ وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ» مُتَّفق عَلَيْهِ

متفق علیہ ، رواہ البخاری (3301) و مسلم (85 / 52)، (185) ۔
(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

বাংলা

৬২৬৮-[৩] উক্ত রাবী [আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ)] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: কুফরের উৎপত্তি হবে পূর্বদিক হতে। গর্ব-অহমিকা রয়েছে পশমি তাঁবুর অধিবাসী ঘোড়া ও উট চালকদের মাঝে। আর শান্তি রয়েছে বকরি চালকদের মাঝে। (বুখারী ও মুসলিম)

ফুটনোট

সহীহ: বুখারী ৩৩০১, মুসলিম ৮৫-(৫২), সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৪৪৭, মুওয়াত্ত্বা মালিক ৩৫৫৭, মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক ১৯৮৮৫, মুসনাদে আহমাদ ৮৯২৯, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৬৩৪০, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৭৭৪, আল আদাবুল মুফরাদ ৫৭৪।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: (رَأْسُ الْكُفْرِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ) কুশমীহানী-এর বর্ণনায় রয়েছে, (فَدَّادُونَ) কফ বর্ণে যের ও ‘বা বর্ণে যবর

সহকারে অর্থাৎ সে দিক থেকে। এতে অগ্নিপূজকদের অধিক কুফরীর লক্ষণ রয়েছে। কারণ ‘আরবের পারস্যবাসী ও তাদের অনুসারীরা মদীনার পূর্বদিকে অবস্থান করছে। তারা অত্যন্ত কঠোর, অহংকারী ও স্বেচ্ছাচারী। এখানেই শেষ নয়, এমনকি তাদের সম্রাট রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চিঠি টুকরো টুকরো করে ছিড়ে ফেলেছিল। ফিতনাসমূহ পূর্বদিক থেকে অব্যাহতভাবে বের হয়েছে।

(الْفَدَّادِينَ) খত্তাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এর অর্থ চাষের যন্ত্র বা লাঙ্গলের ফলা। প্রথম মতে, (فَدَّدُونَ)হলো (فَدَّانٍ) এর বহুবচন।(فَدَّانٍ) বলা হয়, যে ব্যক্তি তার উট, ঘোড়া বা চাষে ইত্যাদির জন্য আওয়াজকে উঁচু করে। (فَدِيدُ) হলে কঠিন আওয়াজ। আখফাশ (রহিমাহুল্লাহ) দুর্বলভাবে বর্ণনা করেন।(الْفَدَّادِينَ) থেকে উদ্দেশ্য হলো, যারা জনমানবহীন উন্মুক্ত মরু অঞ্চলে বসবাস করে। এ অর্থ সুদূর পরাহত।

আবূ ‘উবায়দাহ্ মা'মার ইবনুল মুসান্না বলেন, যাতে দু’শত থেকে হাজারের অধিক সংখ্যক উট রয়েছে তাদেরকে (الْفَدَّادِينَ) বলা হয়। আবূ ‘আমর শায়বানী-এর বর্ণনার ভিত্তিতে এটা মূলত (أَصْحَابُ الْفَدَّادِينَ) ছিল। অর্থাৎ এখানে(مُضَاف) -কে বিলুপ্ত করা হয়েছে। আবূল আব্বাস বলেন, উটওয়ালা ও রাখালাদেরকে (فَدَّادُونَ) বলা হয়। খত্তাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, তারা যে বিশ্বাস মনে লালন করত সেসব আলোচনায় তাদের ব্যস্ত থাকার কারণে তাদেরকে মন্দ বলা হয়েছে। এতে তাদের অন্তর রূঢ় হয়েছে।

(وَالسَّكِينَةُ) নম্রতা, সহনশীলতা, স্থিরতা ও প্রশান্তি অর্থে(السَّكِينَةُ) -এর ব্যবহার হয়ে থাকে। বকরি ওয়ালাদেরকে খাস করার কারণ তার অর্থে ও আধিক্যে উটের মালিকদের চাইতে নিচে। আর এ দুটো গর্ব ও অহমিকার মাধ্যম। কেউ কেউ বলেন, বকরিওয়ালা থেকে উদ্দেশ্য হলো ইয়ামানের অধিবাসী। কারণ তাদের অধিকাংশ চতুষ্পদ জন্তু হলো বকরি। কিন্তু রবী'আহ্ ও মুযার গোত্র এর বিপরীত। কারণ তাদের উট বেশি। (ফাতহুল বারী হা. ৩৩০১)

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি বর্ণনাকারীঃ আবূ হুরায়রা (রাঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=86245

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন